সততাই সম্পদ

আলোর দূত

আলোর প্রদীপ সংগঠনের মুখপত্র

সোনাতলা,বগুড়া।

১১ অক্টোবর ২০১৭, ২৬ আশ্বিন ১৪২৪, ২০ মহরম ১৪৩৯ বুধবার, সংখ্যা-০১

WWW.FACEBOOK.COM/আলোর_প্রদীপ E-MAIL: ALLORPRODIP2008@GMAIL.COM

বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সম্মানী ও সনদ বিতরন

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ

গত ২০ শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ "আলোর প্রদীপ বৃত্তি প্রকল্প-২০১৬" এর অধীনে সোনাতলা উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির সম্মানী ও সনদ বিতরন করা হয়।বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মানী ও সনদ বিতরন করেন কিশোর স্বেচ্ছাসেবী দলের আহ্বায়ক মোঃ রাকিবুল হাসান রুশাদ ও যুগ্ম-আহ্বায়ক মোঃ লেমন ইসলাম।এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ সহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।উল্লেখ্য যে,গত ১০ ই ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তারিখে মেধা বৃত্তির ফলাফল ঘোষনা ও সম্মানীর প্রাথমিক অর্থ শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হয়।পরিক্ষা নিয়ন্ত্রক এস এম আহসান কবির বলেন আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি প্রকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে।তিনি আরো বলেন এ বছর এ বৃত্তি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মোট ৪৪ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন পরিক্ষার মাধ্যমে বাছাই করে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বৃত্তি প্রদান করা হয়।এবার মেধা বৃত্তি পরিক্ষায় প্রায় ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ২০৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহন করে।আগামীতে আরো শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়বে বলে তিনি আশাবাদ ব্যাক্ত করেন।

প্রধান উপদেষ্টার বাক

মোঃ আব্দুল রাজ্জাক(প্রধান উপদেষ্টা): আলোর পথের দিশারী,পথ প্রদর্শক সামাজিক উন্নয়নমূলক সংগঠন "আলোর প্রদীপ" ১০ম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।আলোর প্রদীপ সংগঠন আজ ধীরে ধীরে এতোটা কন্টাকীর্ণ পথ পাড়ি দিয়ে তার অভিষ্ঠ লক্ষে পৌছাতে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সততার সাথে তার সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করে চলেছে।আমি এমন একটি সংগঠনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি।আমাদের পথ চলা শুভকর ছিলো না মোটেও।অনেক বাধা পেরিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে।আমি আরো আনন্দিত যে, অত্র সংগঠন তার সাফল্যর ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে এবং সংগঠনের তথ্য সকলের সম্মুখে উপস্থাপন করার লক্ষ্য নিয়ে "আলোর দূত" নামক একটি সাংগঠনিক মূখপত্র প্রকাশের উদ্যাগ গ্রহন করেছে।আমি "আলোর দূত" প্রকাশে অত্যন্ত আনন্দিত,গর্বিত ও উচ্ছসিত। (২য় পৃষ্টা ১)

রোহিঙ্গা নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধনে আলোর প্রদীপ পরিবার

এত দ্রুত শরণার্থী সংকট কোথাও এমন প্রকট হয়নি

হাইকমিশনার ফিলিপো গ্রান্ডি

সীমান্তের ওপারে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা মুসলিম চাপের মুখে আছে। তারা স্থানচ্যুত হয়েছে।সহিংসতা বন্ধ না হলে আবার তারা দলে দলে আসবে। জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআরের হাইকমিশনার ফিলিপো গ্রান্ডি কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন শেষে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন। গত ২৫ সেপ্টেম্বর রোববার কক্সবাজারে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন ফিলিপো।এ সময় তিনি বলেন সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের কোথাও এতো দ্রুততার সাথে শরণার্থী সংকট এমন প্রকট হয়ে ওঠেনি। তাঁর মতে , মিয়ানমারের উচিত এই মুহূর্তে সহিংসতা বন্ধ করা।একই সঙ্গে মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে রাখাইনের উত্তারাঞ্চলের যাওয়ার অনুমতি দেয়ার আহ্বান জানান তিনি। (২য় পৃষ্টা ৩)

ইতিহাস কথা কয়

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম

একবার বিদায় দে-মা ঘুরে আসি, হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে জগৎবাসী।কলের বোমা তৈরি করেদাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার ধারে মাগো,বড়লাটকে মারতে গিয়েমারলাম আরেক ইংল্যান্ডবাসী।" গানটি যাকে নিয়ে লেখা আমি তার কথাই বলতে চাচ্ছি। তিনি ক্ষুদিরাম বসু। কিশোর বয়সেই দেশ স্বাধীন করার শপথ নিয়েছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, হাসতে হাসতে ফুলের মালার মতো গলায় পড়েছেন ফাঁসির দড়ি। এই দেশটা ইংরেজরা অন্যায়ভাবে ২০০শত বছর শাসন করেছে সেটা আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু অন্যায় তো আর চিরকাল মেনে নেয়া যায় না। তাই তো প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলেন ক্ষুদিরাম বসু। আর এজন্যই তিনি বিপ্লবী। (৩য় পৃষ্টা ১)

সংগঠনের ইতিকথা

নিজস্ব তথ্যকেন্দ্রঃ

"শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড" এই কথাটি সর্বজনবিদিত। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি,

কোন কালে/যুগে উন্নতির চরম শিখরে উঠতে পারেনা। যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত, এ কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষার হার উন্নতির দিকে ধাবিত হলেও তা জনসংখ্যার মোট আনুপাতিক হারে খুবই নগন্য। ঠিক তেমনি সোনাতলা উপজেলাটি এর ব্যতিক্রম নয়। তাছাড়া অধিকাংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিক পর্যায়ে ঝড়ে পড়ছে। এর অন্যতম প্রধান কারন দারিদ্রতা। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, গ্রামের অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে শুধু মাত্র অর্থ এর অভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে ঝড়ে পড়তে হচ্ছে। এসব সার্বিক দিক বিবেচনায় আমরা কতিপয় শিক্ষিত যুবকরা এ সমস্যা প্রতিকারের উদ্যাগ গ্রহন করি। আর এ উদ্যাগের প্রতিফলিত রুপ হচ্ছে "আলোর প্রদীপ" নামক সামাজিক উন্নয়নমুলক সংগঠন।

অত্র সংগঠনটি গ্রামের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক সমাপনী পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে যাবতীয় ব্যয়ভার বহন এবং তাদের দেখাশুনার উদ্দেশ্য নিয়ে "সুন্দর জীবনের প্রত্যয়ে' এই মন্ত্রদীপ্ত শ্লোগানকে বুকে ধারন করে গত ১১/১০/২০০৮ইং তারিখ হতে মাত্র দুজন সদস্যর ২/=(দুই টাকা) পুজি নিয়ে অ-আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। সংগঠনটি তার নিজ আদর্শবলে ধীরে ধীরে অত্র এলাকায় তথা সমগ্র বাংলাদেশে একটি সম্মানজনক নিজস্ব অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। (৩য় পৃষ্টা ২)

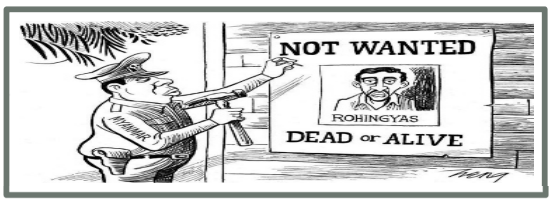

অশান্ত বিশ্বে শান্তির নোবেল

ican
international campaign to abolish nuclear weapons

চলতি বছর শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার পেল ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেইন টু এবোলিশ নিউক্লিয়ার ওয়েপনস (আইসিএএন)।তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করা বিভিন্ন বেসরকারি গোষ্ঠীর একটি জোট হিসেবে নিজেদের পরিচিতি দেয় আইসিএএন। পারমাণবিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে বিশ্বের ১০০ টি দেশে এই গোষ্ঠী কাজ করছে। সংস্থাটি অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম কাজ শুরু করেছিল। ২০০৭ সালে এটি ভিয়েনায় কাজ শুরু করে।শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়ার অনুষ্ঠানে নরওয়েজীয় নোবেল কমিটি বলেছে, বর্তমান বিশ্বে পারমাণবিক সংঘাতের ঝুঁকি বেড়ে গেছে।কমিটির নেতা বেরিট -রিজ-অ্যান্ডারসন বলেন, 'আমরা এমন একটি বিশ্বে বাস করি, যেখানে পারমাণবিক অস্ত্রের ঝুঁকি আগের চেয়ে অনেক বেশি।' নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয় হিসেবে আইক্যানের নাম এমন এক সময়ে ঘোষণা করা হলো যখন পরমাণু শক্তিধর উত্তর কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের তরফে পরস্পরকে আক্রমণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান বেরিট রেইট এন্ডার্সন এসময় উত্তর কোরিয়ার কথাও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে চুক্তির ব্যাপারে সংগঠনটি বড়ো রকমের অগ্রগতি সাধন করেছে।পরমাণু অস্ত্রকে পর্যায়ক্রমে নির্মূল করার লক্ষ্যে আলোচনা শুরু করার জন্যে বিভিন্ন দেশের প্রতিও তিনি আহবান জানিয়েছেন।আইক্যানের চাপে এবছরেরই জুলাই মাসে পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘে ১২২টি দেশ এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।কিন্তু পরমাণু শক্তিধর ৯টি দেশ, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ, এই প্রস্তাবে সই করেনি।

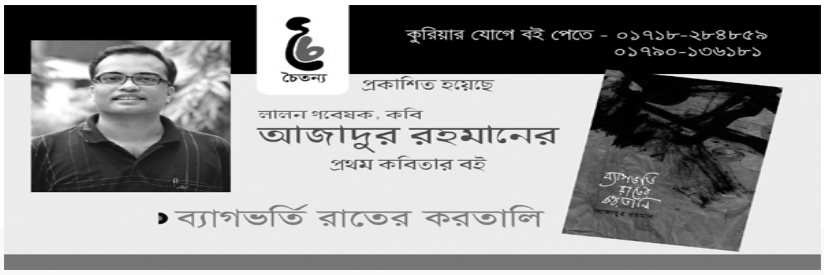

দোয়েল: *Copsychus saularis*।ইংরেজিতে এটি Oriental agpie-robin নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, এটি বাংলাদেশের **জাতীয় পাখি।** বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের সর্বত্রই দোয়েল দেখা
যায়।এছাড়াও বাংলাদেশ ও ভারতের জনব সতির আশেপাশে দেখতে পাওয়া অনেক ছোট পাখীদের মধ্যে দোয়েল অন্যতম। অস্থির এই পাখীরা সর্বদা গাছের ডালে বা মাটিতে লাফিয়ে বেড়ায় খাবারের খোঁজে।গ্রামীণ অঞ্চলে খুব ভোরে এদের কলকাকলি শোনা যায়।দোয়েল গ্রামের সৌন্দর্য আরো অপরূপ করে তোলে।

প্রধান উপদেষ্টার বাক

১ম পৃষ্ঠার পর

মানবতার দিশারী "আলোর প্রদীপ" সোনাতলা সহ ক্রমবর্ধমান এলাকার দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের পাশাপাশি মাদকের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার।সংগঠনের এসব জনসেবা ও সামাজিক কর্মকান্ডের পরিধি দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়বে এই আশাবাদ রাখি।সেই সাথে সংগঠনের সকল ভালো কাজে সমাজের সকল সুধীজন,রজনীতিবিদ,সাংবাদিক,পেশাজীবি সহ সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

আলোর প্রদীপ সংগঠনের গর্বিত সদস্য হতে চাইলে অফিস থেকে প্রাথমিক আবেদন ফরম সংগ্রহ অথবা অনলাইনে প্রাথমিক আবেদনপত্র পেতে নিচের লিংকে প্রবেশ করুন।

www.goo.gl/forms/akceUr57uo

চেয়ারম্যানের বাণী

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ,
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই"।

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের কথার সুর ধরেই শুধু বলতে চাই যে প্রাণ অন্যর জন্য ব্যয়িত,সে প্রাণের স্থায়ীত্ব চিরসমুজ্জ্বল,চির ভাস্বর।শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধাভরে স্বরণ করছি আমার প্রিয় শিক্ষক ও "আলোর প্রদীপ" সংগঠনের সম্মানিত উপদেষ্টা মরহুম বাহার উদ্দিন ও মরহুম একরামুল হক সাজুকে।আরো স্বরন করছি সংগঠনের সদ্য প্রয়াত অন্যতম সদস্য মরহুম সোহেল ইসলাম কে।তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।আজ আমাদের একটি অত্যন্ত আনন্দের দিন।কেননা ২০০৮ সালের এই দিনে সমাজের আলোকবর্তিকা হয়ে জন্ম হয়েছিলো "আলোর প্রদীপ" নামক একটি সামাজিক উন্নয়নমূলক সংগঠনের।আজ ১১ই অক্টোবর ,দেখতে দেখতে আমরা পেরিয়ে এলাম সু-দীর্ঘ ৯ টি বছর। আমাদের চলার পথ মোটেও মসৃন ছিলো না সেই শুরু থেকেই।অনেক বাধা বিপত্তিকে মাড়িয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে।বিশেষ করে একটি গ্রামীন পরিবেশে জন্ম হওয়ার দরুন আমাদের বরাবরই কিছু নোংড়া স্বার্থবাদী মহলের ঘৃণ্য গ্রাম্য পলিটিক্সের শিকার হতে হচ্ছে।কিন্তু তবুও আলোর প্রদীপ তার নীতি আদর্শকে কোন ঘৃণ্য মহলের কাছে বিকিয়ে দেয়নি।বরং এসব নানামুখী ঘৃণ্য চক্রান্তকে পদদলিত করে সদস্যদের দৃঢ় ঐক্য আর মনোবলের দ্বারা দৃপ্ত পায়ে সামনে এগিয়ে চলছে এবং চলবে।দেখতে দেখতে আলোর প্রদীপ আজ ১০ম বর্ষে পদার্পণ করলো।এই দীর্ঘ পথচলায় নানামূখী ষড়যন্ত্রকারীরা যেমন সবসময় তৎপর ছিলো ঠিক শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যাও নেহাত কম ছিলো না।আমাদের এই চলার পথে অনেক গুনী,সুধিজন,রাজনীতিবিদ,সাংবাদিক,শিক্ষক সহ বন্ধুপ্রতীম অনেক প্রতিষ্ঠানের সর্বাত্বক সহযোগিতা,ও অনুপ্রেরণা আমাদের কন্টাকীর্ণ চলার পথে পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে।তাদের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ।আমি আশা করি সমাজের ভালো মানুষগুলো যেমন আমাদের পাশে আছে ঠিক তেমনি করে আগামীতেও পাশে থাকবে।এই দীর্ঘ চলার পথে আলোর প্রদীপের সকল সদস্যর প্রতি রইলো আন্তরিক শুভেচ্ছা ।আমাদের প্রত্যেকটি কাজে স্নেহবাতসল্য মমতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আলোর প্রদীপ কে মহীরূপে রূপান্তরিত করার পথে যেসব সুধীজন অগ্রগন্য ভূমিকা রেখেছেন ও রাখছেন তারা চিরস্বরনীয় হয়ে থাকবেন।

আরো দৃঢ় পায়ে আমরা এগিয়ে যাবো এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

(এম এম মেহেরুল)

সাধারন সম্পাদকের বাণী

সততা, নিষ্ঠা এবং সৃজনশীল ও প্রগতিশীল চিন্তার মানুষের অপার বন্ধুত্ব আর ভালবাসায় গঠিত সামাজিক উন্নয়নমুলক সংগঠন "আলোর প্রদীপ" । এটা কোন গতানুগতিক ধারার সংগঠন নয়। এর প্রতিটি কার্যক্রম সেবামূলক, সমাজ গঠনে সহায়ক ও দিক নির্দেশনামূলক। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ অ-রাজনৈতিক সেবামূলক সংগঠন "আলোর প্রদীপ" এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সংগঠনের সকল সদস্য, উপদেষ্টা মন্ডলী, দাতা সদস্য এবং সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত সবাই কে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সবার শ্রম ও মেধার বিকাশে কিছু সাহসী উদ্যোগ নেওয়ার ফলে আজ ১০ বছরে পদার্পণ করছে এই সংগঠনটি।এই সংগঠনের একজন সদস্য হতে পেরে আমি বরাবরই গর্বিত। পরিশেষে, 'সুন্দর জীবনের প্রত্যয়ে' এই মন্ত্রদীপ্ত শ্লোগানকে বুকে ধারন করে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও হার বৃদ্ধিতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে যাবে "আলোর প্রদীপ" এই কথাটুকু দিতে পারি। । সেই সাথে সংগঠনের মঙ্গল

মো. আজাদ হোসেন
সাধারণ সম্পাদক

এতো দ্রুত শরণার্থী সংকট কোথাও এমন প্রকট হয়নি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এক প্রশ্নের জবাবে হাইকমিশনার বলেন, ইয়াঙ্গুনে ইউএনএইচসিআরের কার্যালয় থাকলেও তাদের কর্মকর্তাদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত।ফিলিপো শরণার্থী শিবিরগুলোর বহু মানুষের সাথে কথা বলার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, তারা নারকীয় সব ঘটনার সব বিবরন দিয়েছে।এসব ঘটনা তাকে ভীষণভাবে ব্যথিত করেছে।তারা মিয়ানমারে ফিরিতে চায় কিনা-এ কথা জানতে চেয়েছিলেন তিনি।জবাবে রোহিঙ্গারা বলেছে,তারা ফিরে যেতে চায়।ফিলিপো গ্রান্ডি জাতিসংঘ সাধারন পরিষদের অধিবেশনে তাঁর কর্মসূচি কাটছাঁট করে কক্সবাজারে আসেন।তিনি বলেন, জরুরি এই পরিস্থিতি নিজ চোখে দেখা আবশ্যক ছিল।তিনি আরো বলেন জাতিসংঘে সাধারন পরিষদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী তাঁকে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের বিষয়টি মাথায় রাখতে বলেছিলেন।

সৌরভের অনুকবিতা

১। বললাম এক শুনলে আরেক,
বুঝে ফেললে ভূল,
অমন বুঝেই ছুঁড়ে ফেললে
আমার দেয়া ফুল?
২। সাম্যবাদী নজরুল,
হে প্রিয় কবি,
মম হৃদয়ে সদা
আঁকি তব ছবি।
৩। চোরে চোরে
ভরে গেছে দেশটা,
এ দেশের
কীযে হবে শেষটা!
৪। আমি যখন
করতে বসি ধ্যান,
তুমি আমার
সামনে আসো ক্যান!

ঢাকা শহরের একটি দূর্লভ ছবি

এই আমি

রাজু

সূর্য ডোবা শেষ কিরণে জেনে নিও
আমি আছি
ঠিক ভোরের প্রথম আলোয়
যেমনটা ছড়িয়ে থাকি।
শীতের সমস্ত কম্পনে পাবে
আমার উষ্ণ জাগরণ
যেমনটা সবুজে বিস্তৃত
শিশিরের প্রতিটা কণা।
বর্ষার ঠিক মেঘলা আকাশে
বিন্দু বিন্দু সবকটি ফোটা
নামবে বলে উদগ্রীব,
বুঝে নিও কেবল
শীতল অন্ধকার ঝড়ের কামনায়
জেনে নিও আছি আমি সব অন্তরালে একাকী ।।

জয়িতা

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

যে কবিতাটা একদিন অনেক কামনার সম্ভাবনা জাগিয়েও
শেষমেষ আর কবিতা হয়ে উঠেনি
সেও মাঝে মাঝে সমুদ্র সমান আকুতি নিয়ে
ফিরে আসতে চায়
বলতে চায়, উঠোনের এক কোনে একটু পড়ে থাকতে দাও!
যেভাবে হিমগিরি পড়ে আছে ঠিক ঠিক সেভাবে।
ব্যস্ত-সমস্ত সমস্ত মানুষ কে শোনে কার কথা?
একদিন
ভরদুপুরে রাত্রি এসেছিলো বলে....
জয়িতা এখন আর সারারাত ঘুমায় না
আবার যদি কাক-পক্ষি এসে ঠোকর দিয়ে ঘুম নিয়ে যায়!
নিদেন পক্ষে কোনো অচেনা বালুচর যদি বলিহারি হয়
মরুভুমির মতো খাট খোটরা হয় জয়িতার সমস্ত অন্তর
জয়িতা কিছুদূর চায় চায়নাটাউন
আবার সাথে সাথেই ফিরে আসে
সব সম্ভবের দেশে কোনটা অসম্ভব---- কোনটা?
একদিন কিছটা বেভুলে জয়িতার স্মৃতিপটের প্রাক্কলন হয়
বাপদাদার ভিটে-মাটি-ঘটি.....?
জয়িতা আর কিছু ভাবে না.... ভাবতে পারে না
মাটি ফুঁড়ে জয়িতা রুখে দাঁড়াতে চায়..... হায় হায় হায়
এই আম গাছ, এই জাম গাছ কেউ তারে চিনে না!!

কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল বল্টু। ভয়ে তার বুক ঢিপঢিপ করছে। এমন সময় দেখে, তার পাশে আরও একজন লোক হাঁটছে। বল্টু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল

বল্টু : ওহ, ভাই, আপনাকে দেখে কিছুটা সাহস পেলাম। কী যে ভয় করছিল।

লোকটা : কেন? ভয় কিসের?

বল্টু : কিসের আবার? ভূতের! শুনেছি, এখানে খুব ভূতের উপদ্রব!

লোকটা : আরে, নাহ! কে বলেছে? আমার মৃত্যুর পর প্রায় ৩০ বছর ধরে এখানে আছি। কই, একটাকেও তো দেখলাম না!

ইতিহাস কথা কয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্ষুদিরাম ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ। অথচ তখন তার বয়স মাত্র ১৮ বছর! ক্ষুদিরামের জন্ম ভারতের মেদিনীপুর জেলা শহরের কাছাকাছি হাবিবপুর গ্রামে। দিনটি ছিল ১৮৮৯ সালের ৩ ডিসেম্বর।কিশোর বিপ্লবী ক্ষুদিরামের এমন ব্যতিক্রমী নাম নিয়েও কিন্তু রয়েছে একটি ঘটনা। তাহলে খুলেই বলি, ক্ষুদিরাম বাবা মায়ের চতুর্থ সন্তান। কিন্তু আগের সব ছেলে মারা যাওয়ায় ক্ষুদিরামের জন্মের পর মা খুব ভয় পেয়ে যান, যদি এই ছেলেও মারা যায়!তখন তিনি তিন মুঠো ক্ষুদের বিনিময়ে তারই বড় মেয়ের কাছে ছেলেকে রেখে আসেন। সেই থেকে তার নাম 'ক্ষুদিরাম'। অথচ তখন কে জানতো এই ছেলে মরে গিয়েও বেঁচে রইবে অনন্তকাল।ক্ষুদিরাম ছেলেবেলা থেকেই বেজায় দুষ্ট। পড়াশোনা একেবারেই করতে চাইত না। তার ওপর শৈশবেই বাবা-মা মারা যাওয়ায় তাকে আর দেখার কেউ রইল না। ফলে দুঃখ এবং একাকীত্ব হলো তার নিত্যসঙ্গী। তবে খেলাধুলার প্রতি ছিল তার প্রচণ্ড ঝোঁক। বন্ধুদের নিয়ে পাড়া দাঁপিয়ে বেড়াতেন। ভূত ধরা এবং তাড়ানোর দল বানিয়ে ঘুরে বেড়াতেন বিভিন্ন জায়গায়। এভাবেই দিন কাটছিল। কিন্তু তা বেশিদিনের জন্য নয়। কারণ বাউণ্ডুলে ছাত্রের প্রতি স্যারদের তিরস্কার ছিল প্রতিনিয়ত। ফলে ১৯০৩ সালে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করার পর ক্ষুদিরাম পড়াশোনা বন্ধ করে দেন।স্কুল ছাড়লে কী হবে, স্কুলের অদূরে ভবানী মন্দির ছিল ক্ষুদিরামের প্রিয় জায়গা। সেই মন্দির প্রাঙ্গণ ছিল তার দুদণ্ড শান্তির জায়গা। সেখানেই একদিন সাক্ষাৎ হলো সত্যেন বসুর সঙ্গে।এই সত্যেন বসুই ক্ষুদিরামকে বিপ্লবী বানালেন। এতদিনে ডানপিটে, বাউণ্ডুলে, রোমাঞ্চপ্রিয় হিসেবে পরিচিত ক্ষুদিরাম যেন মনের মতো কাজ পেল। সেই উত্তাল সময়ে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেন ক্ষুদিরাম বসু। এই আন্দোলন ভারত থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করার আন্দোলন। বালক ক্ষুদিরাম কিন্তু আন্দোলনে নেমে বড়দের মতোই ভীষণ সাহস দেখাল। এই যেমন কখনও তিনি ইংল্যান্ডে উৎপাদিত কাপড় জ্বালিয়ে দিতে লাগলেন, কারণ ওগুলো তো বিদেশের তৈরি। তখন সবাই চাইছিল দেশের তৈরি পণ্য ব্যবহার করতে। আবার কখনও ইংল্যান্ড থেকে আমদানীকৃত লবণবোঝাই নৌকা ডুবিয়ে দিতে লাগলেন- এমনই সব কাজ! এসব কর্মকাণ্ডে সমবয়সীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে আরেকদিনের ঘটনা বলি, ১৯০৬ সালের ঘটনা। মেদিনীপুর মারাঠা কেল্লার প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে ক্ষুদিরাম বিপ্লবীদের প্রকাশিত পুস্তিকা বিতরণ করছিলেন। কিন্তু ওগুলো ছিল নিষিদ্ধ। ফলে একজন হাবিলদার এসে ক্ষুদিরামকে ধরে ফেলেন। চতুর, চটপটে ক্ষুদিরাম বুঝলেন এ তো মহাবিপদ! তিনি হাবিলদারের মুখে ঘুষি মেরে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু পালিয়ে থাকার ছেলে তো তিনি নন। দেশের জন্য কত কাজ করা বাকি। তাই তিনি পুলিশের হাতে ধরা দিলেন। এই প্রথম কিশোর ক্ষুদিরামের কথা ভারতবাসীর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। যদিও বয়স কম হওয়ায় সেবার তার শাস্তি কম হয়েছিল। এই ঘটনাই যেন ক্ষুদিরামকে আরো বেপরোয়া করে তুলল।১৯০৭ সাল। দেশজুড়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। একদিন ১৩ বছরের এক কিশোর বিপ্লবী সুশীল সেন পুলিশ সার্জেন্টকে ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দেয়। সুশীলের বিরুদ্ধে মামলা হয়। এই মামলার বিচারক ছিলেন কিংসফোর্ড। বিচারে ১৫ বেত্রাঘাতের হুকুম দেন তিনি। খবরটি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া আগে থেকেই কিংসফোর্ডের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের ক্ষোভ ছিল। কারণ তিনি ছিলেন অত্যাচারী। সুতরাং বিপ্লবীরা এর প্রতিশোধ নিতে চাইলেন। ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল চাকীকে এ দায়িত্ব দেয়া হলো।প্রতিদিন ক্লাব থেকে সন্ধ্যার পর সাদা গাড়িতে করে নিয়মিত বাড়ি ফেরেন কিংসফোর্ড। এটা ক্ষুদিরাম জানতেন। প্রতিশোধের পরিকল্পনা সেভাবেই করা হলো। ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যায় ক্লাব থেকে কিংসফোর্ডের গাড়ি বের হতেই গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছুড়লেন দুই বিপ্লবী। কিন্তু ওটা কিংসফোর্ডের গাড়ি ছিল না। হুবহু দেখতে ওই গাড়িতে ছিলেন অ্যাডভোকেট কেনেডির স্ত্রী এবং তার মেয়ে। দুজনই নিহত হলেন। মুহূর্তেই চারদিকে শোরগোল পড়ে গেল।যাই হোক, ক্ষুদিরাম পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। শুরু হলো বিচার। বিচারে তার ফাঁসি হলো। ক্ষুদিরামের ফাঁসি কার্যকর হয় ১৯০৮ সালের ১১ অগাস্ট। ঘড়িতে তখন ভোর ৪টা। ক্ষুদিরাম নির্ভয়ে হাসতে হাসতে উঠে গেলেন ফাসির মঞ্চে। কৃতকর্মের জন্য তার বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হলো না। আর হবেই বা কেন, তিনি তো স্বাধীনতার জন্য, দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য কাজ করেছেন। আর এ জন্যই তো ক্ষুদিরাম বসু মরে গিয়েও বেঁচে রয়েছেন আমাদের মাঝে। বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল

শিল্পীঃ- মোছাঃ মানছুরা জাহান শিখা

সংগৃহীত

লেখক : শিক্ষাবিদ, নজরুল গবেষক

শিশুকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা। শিক্ষার অর্থ এই নয় যে, শুধু পাঠ্য বইয়ের মধ্যে শিশু ডুবে থাকবে। পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি নিজের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং কৌতূহল থেকে শিশু যে শিক্ষা নিবে তা প্রকৃত শিক্ষা। এর মধ্যে মূল্যবোধ শিক্ষাটা অতীব জরুরী বিষয়। মূল্যবোধ শব্দটি সাধারণত. মূল্য ও বোধ এই দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। অর্থনীতির ভাষায় মূল্য শব্দের অর্থ কোন কিছুর দাম, আর বোধ শব্দটি দ্বারা ব্যক্তির নৈতিকতাপূর্ণ মানসিক ভাবধারা বা আচরণকে বুঝায়। বোধ শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা দেখতে পাই-জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, মেধাশক্তি, চেতনা, অনুভব, উপলব্ধি ইত্যাদি। সুতরাং অর্থগতভাবে মূল্যবোধ বলতে আমরা বুঝি, ''মানব সমাজের কাঙ্খিত, সৌহার্দপূর্ণ এবং বুদ্ধিপ্রসূত নৈতিকতাপূর্ণ আচরণগুলোকেই মূল্যবোধ বা বলা হয়। আবার ব্যক্তির নৈতিকতাপূর্ণ জ্ঞান গর্ভ আচরণকেই বোঝায় যার মানবীয় সামাজিক মূল্যমান রয়েছে।'' মূল্যবোধের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শিক্ষাবিদ উডওয়ার্থ বলেন এভাবে, 'মূল্যবোধ হল ব্যক্তির জৈব মানসিক প্রবণতার সামঞ্জস্যতাকারী আচরণের সমষ্টি।' আবার 'ব্যক্তির কোন কিছুতে খাপ খাওয়ানো ও প্রকাশভঙ্গিগত আচরণের সঠিক লপটি ধরে তার পরিবেশ প্রতিবেশির অংশ তার মনোপেশীজ ক্ষমতার কেন্দ্রীয় পদ্ধতিই হল মূল্যবোধ।' মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ যেমন সচেতন হিসাবে বেড়ে উঠতে পারে তেমনি শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির বৈচিত্র্যতাপূর্ণ অবস্থায় সম্প্রসারিত হয়। যা সমাজের নানাক্ষেত্রে সুন্দর ও পরিপূর্ণ হতে সাহায্য করে। সমাজকে আলোকিত করার জন্য মূল্যবোধ একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। মূল্যবোধের মাধ্যমে মানুষে মানুষে মমত্ববোধ জাগ্রত হয় এবং নৈতিকতাপূর্ণ আচরণের বিকাশ ঘটায়। ব্যক্তি বিশেষের শিক্ষা, তার জ্ঞানের পরিপূর্ণতা এবং পারস্পরিক মমত্ববোধ ও সহনশীলতাকে বাড়িয়ে তোলে। শিক্ষার সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতাকে আরো বেশি সম্প্রসারিত ও আলোকিত করে। তাই বর্তমান অস্থিতিশীল পরিবেশকে সুন্দর করার জন্য মূল্যবোধ অতি প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। শিক্ষাবিজ্ঞানীরা মূল্যবোধকে দেখেছেন এভাবে, 'মূল্যবোধ হলো ব্যক্তি মানবের সামাজিক ভূষণ। সমাজ জীবনে যার বিকল্প নেই।' মূল্যবোধ ব্যক্তি জীবনের আচরণ ও কথাবার্তায় এক ধরনের সুন্দর মানদণ্ড আনয়নে সহায়তা করে। একই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করলেও তা বৈসাদৃশ লাগে না। কারণ ব্যক্তির এ আচরণ মূলত. নিয়ন্ত্রিত হয় একটি জৈব মানসিক প্রবণতার দ্বারা। এ জন্যই মূল্যবোধ ব্যক্তিজীবনের আচরণগত বৈপরীত্য দূর করতে সক্ষম। আবার ব্যক্তি তার চরম ও পরম গন্তব্যে পৌঁছতে একটি নির্দিষ্ট সময় ব্যয় করে, কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ে পৌছতে অপেক্ষাকৃত সাধারণধর্মী মূল্যবোধ জাগ্রত হতে পারে। আর এভাবে ব্যক্তির সাধারণ চিন্তার ধার যেমন সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয় তেমনি ব্যক্তি তার বিশ্বজগতকে সুন্দর ভাবে দেখার ও উপলব্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করে। এভাবে একজন ব্যক্তির মধ্যে মূল্যবোধের সঞ্চারণ ঘটে এবং ব্যক্তি তার চারিত্রিক বিভিন্ন বিষয়কে সমাজে উপস্থাপন করে থাকে।

সংগঠন কোন ব্যক্তির একক বা কোন সরকারি/বেসরকরী প্রতিষ্ঠানের অথ্ দ্বারা পরিচালিত হয় না।অত্র সংগঠনের প্রত্যেক সদস্য মাসে ১০/=(দশ টাকা) দান করে। মূলত এই দানের অথ্ দ্বারাই সংগঠনের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

{যাত্রা শুরুতে সাপ্তাহিক ২/=(দুই টাকা)দানের পরিমান নির্ধারিত থাকলেও পরবর্তীতে তা মাসিক ১০/=(দশ টাকা)করা হয়}।

তবে সংগঠন কোন ঋণসেবা কাযক্রম পরিচালনা করে না।

সংগঠনটি মূলত গ্রামের অসহায় দারিদ্র শিক্ষার্থীদের কল্যানের লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীতে এ বিষয়টির সহিত আরো বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়।

১।নিরক্ষতা দূরীকরন।

২।সচেতনতামূলক পরিবেশ তৈরি করন।

৩।মাদক প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা গ্রহন।

৪।দারিদ্র বিমোচনে বিভিন্ন আত্নকর্মসংস্থান ও করমমূখী শিক্ষার ব্যাবস্থা করা।

৫।বাল্য বিবাহ রোধ করা।

৬।শিশুশ্রম প্রতিরোধ করা।

শিক্ষার চরম লক্ষ্য হলো মানুষকে আদর্শ জীবনের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে অধিকার নিয়ে বসবাস করার সুযেগা তৈরী করে দেয়া। আধুনিককালে তাই শিক্ষার চরম কোন মতবাদকে শিক্ষাবিদরা গ্রহণ করেননি। শিক্ষার চরম লক্ষ্য আদর্শ জীবন সৃষ্টি হলেও সেই আদর্শ জীবন সম্পূর্ণবাবে বস্তুনির্ভর নয় বা আধ্যাত্মিক কোন ব্যাপার নয়। আদর্শ জীবন লাভের জন্য প্রয়োজন মূল্যবোধ। সুতরাং নি.সন্দেহে একথা বলতে পারি যে, ব্যক্তিজীবনে যখন মূল্যবোধ জাগ্রত হবে তখনই শিক্ষার চরম লক্ষ্য সাধিত হবে একথা নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে পারি। তাই শিক্ষার আগেই মূল্যবোধ একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং আদর্শ জীবন বলতে বুঝি, 'ব্যক্তির মধ্যে শিক্ষা, জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটলে মানুষ আদর্শ জীবনের কাছে যেতে পারে।' শিক্ষার্থীদের মাঝে নিম্নলিখিত ভাবে মূল্যবোধের সঞ্চালন ঘটানো প্রয়োজন। তবেই আমরা সমাজ জীবনে একজন ব্যক্তির মাধ্যমে সমাজের সর্বত্র সুন্দর করার ক্ষেত্র তৈরী করতে পারি। যেমন- ক. অর্থনৈতিক মূল্যবোধ, খ. শারীরিক মূল্যবোধ, গ.সামাজিক মূল্যবোধ, ঘ. নৈতিক মূল্যবোধ, ঙ. সৌন্দর্যবোধ, চ. বৌদ্ধিক মূল্যবোধ, ছ. ধর্মীয় মূল্যবোধ। উল্লেখিত বিষয় গুলোকে একজন মানুষের মধ্যে ধারাবাহিক পদ্ধতিতে সঞ্চালন করতে পারলে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি সমাজকে আলোকিত করবে। কিন্তু আমাতের পাঠ্যপুস্তক বা বিদ্যালয় গুলোতে আজ শিক্ষকরা এমন শিক্ষার ধারে কাছেও নাই। যা একটি জাতির জন্য চরম দুর্ভাগ্যেরও বটে। এমন আচরণ শিক্ষা বিশেষকদের ভাবিয়ে তোলে।

সংগঠনের ইতিকথা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

"আলোর প্রদীপ" সম্পূর্ণ অ-রাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবামূলক সংগঠন।এর অন্তরের মূলবাণীই হচ্ছে জনসেবা।সংগঠন তার নিজস্ব আদর্শ বলে নিজস্ব গঠনতন্ত্রানুসারে পরিচালিত। সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রমে কোন প্রতিষ্ঠান, সংঘ বা ব্যক্তির কতৃত্ব কোনভাবেই গ্রহণ যোগ্য নয়। সংগঠন প্রাথমিকভাবে এলাকাভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সংগঠন মূলত বর্তমানে ৫টি উপ-কমিটি দ্বারা সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সংগঠন পরিচালনার জন্য ২১ সভ্যবিশিষ্ট একটি কার্যপরিষদ আছে। এছাড়াও ১০ সভ্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ(এ সংখ্যা পরিবর্তনশীল) এবং সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫টি উপ-কমিটি রয়েছে।সংগঠন পরিচালনার জন্য কার্যপরিষদ সদস্যগন সাধারন সদস্যদের প্রত্যেক্ষ ভোটে নির্বাচিত। উপদেষ্টা পরিষদ কার্যপরিষদ কতৃক মনোনিত এবং উপ-কমিটিগুলো কার্যপরিষদ ও চেয়ারম্যান কতৃক গঠিত। কার্যপরিষদ সংগঠনের গঠনতন্ত্রানুসারে সংগঠন পরিচালনা করে। সাধারন সদস্যদের প্রত্যেক্ষ ভোটে নির্বাচিত কার্যপরিষদের মেয়াদ ২ বছর। উপদেষ্টা পরিষদের মেয়াদ ৩ বছর এবং উপ-কমিটিগুলোর মেয়াদ ১ বছর। বর্তমানে ৪র্থ কার্যপরিষদ সংগঠন পরিচালনা করছে। এছাড়াও সংগঠনকে সহযোগীতার লক্ষ্য একটি "কিশোর স্বেচ্ছাসেবী দল" ও "জয়িতা ইউনিট" রয়েছে। যা সংগঠনের মূল অংশ নয়। (বর্তমানে বগুড়া ও রংপুর জেলাতে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।)

শিক্ষাবোদ্ধারা বলেছেন, সমাজের অবক্ষয়ের কারণও আজ সমাজের সর্বত্র একই পদ্ধতির এবং একই ধরনের মানসিক লোক তৈরিতে সমাজ ব্যর্থ হওয়া। আমার ছোট বেলার বন্ধু বললেন, 'আমাদের ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং কি আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে আজ মূল্যবোধের অভাবের কারণে চারদিকে এক হাহাকার অবস্থা বিরাজ করছে, সুতরাং মূল্যবোধ সকল স্তরে এবং সকল শ্রেণীর জন্য খুবই কাঙ্ক্ষিতা' 'আমাদের শিক্ষাক্রমে এই বিষয়টির উপর ব্যবহারিক নম্বর থাকা উচিত। কারণ শিক্ষার সার্বিক বিশেষণে মূল্যবোধ একান্ত প্রয়োজনা' শিক্ষা হল সার্বজনীন আচরণের কাঙ্ক্ষিক্ষত এবং অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন। আর সেক্ষেত্রে মূল্যবোধ হল ব্যক্তির সমাজ স্বীকৃত নৈতিকতাপূর্ণ মমতাময়ী আচরণ। সুতরাং শিক্ষা এবং মূল্যবোধ এই দুইটি বিষয় হল আচরণগত পরিবর্তন। মূল্যবোধ শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি তা হল মানব সমাজের কাঙ্ক্ষিক্ষত এবং সৌহার্দপূর্ণ আচরণ আয়ত্ত করা। যা সমাজ জীবনের সাথে খুব নিবিড়ভাবে জড়িত। মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের মাঝে জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে সমাজ জীবনের অনেক অস্পষ্ট বিষয়কে জাগিয়ে তোলা সম্ভব। (চলবে)

সংসার

আলমগীর মাহমুদ

সকালে প্রচন্ড রকমের এক ঝড় বয়ে গেল গ্রামের উপর দিয়ে। তেমন কোন ক্ষতি না হলেও কিছু গাছ, গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ে আছে রাস্তায়। উঠোনের মধ্যেও কিছু গাছের ডালা ভেঙ্গে পড়ে আছে। রাহেলা বিবি ফজর নামাজ পড়ে যখন ঘর থেকে বের হবে ঠিক সেই সময়ে ঝড়টা শুরু হয়। কিন্তু বেশি স্থায়ী না হওয়াতে ক্ষতির পরিমাণটও কম হয়েছে। ঝড়া বেশিক্ষণ স্থায়ী না হলেও তীব্রতা মোটামুটি কম ছিল না। রাহেলা বিবি আঁচ করতে পেরে ঘর থেকে আর বের হয়নি। ঝড় যখন থামল ঠিক তখন ভোরের মৃদু আলো ফুটেছে, আঁধার কিছুটা কমে এসেছে, চারদিকে আলো ফুটতে শুরু করেছে। আবছা আলো, আবছা অন্ধকার এর মধ্যেই রাহেলা বিবি ঘর থেকে বের হয়ে দেখে বাড়ির উঠোনে গাছের ডাল-পালা ইতস্তত: ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। ঝড়ের সাথে হালকা বৃষ্টি হওয়াতে বাড়ির উঠোনে কিছুটা পানিও জমে আছে। রাহেলা বিবি খুশি হলো। আজ হাঁসগুলো একটু পানিতে ডানা ঝাপটাতে পাড়বে। ঝড় না হয়ে বৃষ্টি হলেই ভালো হতো, রাহেলা বিবি মনের অজান্তে কথাটা বলে ফেলল। আসলেই ঝড়ের চেয়ে বৃষ্টির প্রয়োজনটা খুব বেশি। অনেক দিন যাবতই বৃষ্টি হচ্ছে না। গ্রামের মাঠগুলো ফেটে যাবে আর কিছু দিন রোদ হলেই। ইদানিং রোদের প্রকোপটা অনেক বেশি। বোঝা যাচ্ছে না এটা কোন পূর্বাভাস কি-না। রাহেলা বিবি আর তার স্বামী মহব্বত আলী এ বাড়িতে থাকে। আর, সাথে তার এক দু:সম্পর্কের বোন বেলা থাকে। বেলার স্বামী যৌতুকের কারণে বেলাকে বিদায় করে দিয়েছে অনেক আগেই। বেলাও জেদ করে আর স্বামীর বাড়ি যায় নি। অনেক চেষ্টা করা হয়েছিলে বেলাকে স্বামীর বাড়িতে পাঠাতে। কিন্তু বেলা রাজি হয়নি। বলেছিলে যার মনের মধ্যে যৌতুকের দাবি বাসা বেঁধে আছে, এবং থাকবেও আজীবন, এ আঁধার কখনোই সরে যাবে না, তার সঙ্গে সংসার নয়। মন পরিষ্কার না হলে সংসার হয় না। হয় শুধু দুজনের এক সাথে বসবাস। আর যাওয়া হয়নি স্বামীর বাড়ি। সেই থেকে রয়ে গেল বোনের বাড়িতে থেকে গেল বেলা। রাহেলা বিবিরও ভাল হলো। রাহেলা বিবির ছেলে-মেয়ে দুজনেই সংসারী, থাকে শহরে। এখানে রাহেলা বিবি স্বামীর সাথে একা। তাই বেলাকেও রেখে দিল রাহেলা বিবি।

সকালের আলোটা আরো স্পষ্ট হয়ে গেলো। সূর্যটাও উঁকি দিচ্ছে পূব আকাশে। ঝড় কেটে গেলেও আকাশটা মেঘলা কিনা বোঝা যাচ্ছে না। রাহেলা বিবি জোড়ে ডাক দিলো তার বেলাকে। বেলা ফজর পড়ে একটু শুয়েছিল আবার। রাহেলা বিবির ডাক শুনে উঠে উঠানে চলে এলো

- আমারে ডাকছো বুবু
- দেখছস ঝড় হইছে, তুই মনে হয় হুঁশ পাস নাই
- হুঁশ পাইছিলাম ঠিকই, আবার ঘুমাইয়া গেছিলাম
- শোন, অনেক ডাল-পালা ভাঙ্গছে, এগুলান পরিস্কার করতে হইবো, তুই এক কাম কর সকালের রান্নাটা চাপায়া দে, আমি ডালাগুলান আস্তে আস্তে সরানোর চেষ্টা করি। কথা শুনে মহব্বত আলী ঘর থেকে বাহিরে আসে। মহব্বত আলী সবসময় ফজর পড়ে কোরআন তেলওয়াত করে। আজও তাই করছিল। কোরআন তেলওয়াত শেষ হতেই রাহেলা বিবির কথাওয়ার আওয়াজে বাহিরে আসে- কি হইছে, ঝড়ের মধ্যে কি কথাবার্তা হইতাছে দুই বোনের মইধ্যে, শুনি
- আপনার হোননের দরকার নাই, আপনে আপনার কাজে যান
- কেন হোননের দরকার নাই কেন
- হোনলে তো জিগাইতেন না, কি হইছে। দেখতাছেন ঝড়ে গাছের ডালগুলান ভাইঙ্গা গেছে
- কোন সমস্যা নাই, আমি ডালপালা সব পরিস্কার কইরা দিতাছি। তোমরা তোমাগো কাজে যাও।

মহব্বত আলী আর কোন কথা বাড়ায় না। সে কাজে লেগে পড়ে। ঘর হতে বড় দা নিয়ে ডালগুলোকে কেটে কেটে ছোট লাকরির মতো করতে থাকে। পাতাগুলো ছেটে ডালগুলোকে আলাদা করে ছোট করে ফেলে। তারপর সবগুলো ডালকে উঠোনের এক কোনে জড়ো করে রেখে দেয়। রাহেলা বিবি উঠোন ঝাড়– দিয়ে পরিস্কার করা শুরু কওে দেয়। আর বেলা সকালের রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এই ব্যস্ততা তাদের নিত্য দিনের একটা বিষয়। যে যার মতো কাজ করে যাচ্ছে। সকালের নাস্তা খেয়ে মহব্বত আলী চলে যায় তার কাজে। হাটে একটা চালের আড়ৎ চালায় মহব্বত আলী। যেতে যেতে রাস্তার এবং রাস্তার দু পাশে অনেক গাছ এবং গাছের ডালপালা ভেঙ্গে পড়ে থাকতে দেখে মহব্বত আলী। গ্রামের কয়েকজন মিলে সে গাছগুলো সড়িয়ে নিচ্ছে। মহব্বত আলীর সাথে কয়েক জনের কথা হয়, কুশল বিনিময় হয়। মহব্বত আলী যখন তার দোকানের সামনে পৌঁছায়, পৌঁছে দেখতে পায় তার দোকানের সামনে এক অজ্ঞাত লোক বসে আছে। বেশভুসা খুব বেশি ভাল না হলেও খুব একটা খারাপ নয়। দেখে মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে এসেছে, খুব ক্লান্ত, দোকানের পাশের টেবিলে ঘুমিয়ে আছে। রাতে এসেছে হয়তো। ঝড়ের সময় লোকটি কোথায় ছিল ? মনের মধ্যে এমন একটি প্রশ্ন খেলে যায় মহব্বত আলীর। লোকটিকে ডাকবে কি-না বুঝতে পারছে না মহব্বত আলী। দোকানের কর্মচারী আলেক মিয়া এসে দোকান খুলতে খুলতে মহব্বত আলী লোকটিকে ডেকে তোলে। লোকটিকে চেনা চেনা মনে হয় মহব্বত আলীর।

(চলবে)

নীলচাষ ও সোনাতলা

প্রভাষক ইকবাল কবির লেমন

বৃটিশ আমলে ইংরেজদের অত্যাচারের আরেক ইতিহাস নীলচাষ। তখন জোর করে চাষীদের অন্যান্য ফসলের পরিবর্তে নীল চাষে বাধ্য করা হতো। ইংরেজদের জুলুম-নির্যাতনে বাধ্য হয়ে ঢাকা, যশোর, ফরিদপুর, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, পাবনা ও বগুড়া জেলায় ব্যাপক নীলচাষ শুরু হয়। সেই সময় সারিয়াকান্দীর নীলকুঠীর কর্তা ছিলেন মিঃ ফার্গুশন। অত্যাচারী নীলকর ফার্গুশনের অত্যাচার-নির্যাতনে সোনাতলার করমজা, শিহিপুর, বয়ড়া, পার্শ্ববর্তী বেড়েরবাড়ী, বীরভিটা, শৌলধুকরী, বিলচাপড়ী, কান্তনগর, এলাঙ্গী, নসিপুর, নিমগাছি, সিহালী, গোসাইবাড়ী, দূর্গাহাটা বাইগুনী, নাংলু, বাগবাড়ী, ফুলবাড়ী, সালুকগাড়ী, হরিনা, সারিয়াকান্দী, তিতপরল, নারচী, হাটশেরপুর, নওদাবগা, ও সুখানপুকুরের জনগণ অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই সময় নীলকর ফার্গুশন নীল বেগম নামক অনিন্দ্য সুন্দরী এক রমনীকে সম্ভ্রমহানীর লক্ষ্যে জোরপূর্বক ঘোড়ায় তুলে নীলকুঠিতে নিয়ে যায়। নীল বেগম স্বীয় বুদ্ধিমত্তায় নীলকুঠি থেকে পলায়ন করে ফিরে এসে এতদঞ্চলের মানুষের কাছে তার সম্ভমহানির কথা তুলে ধরলে সাধারন জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। নীলকর ফার্গুশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত হয়।

এ ঘটনায় নারচীর রনমামুদ তরফদারের নেতৃত্বে নীলকরের জুলুম উচ্ছেদ কল্পে অনুষ্ঠিত সভায় নীলের বীজ সিদ্ধ করে অকেজো করার এবং নীলকর ফার্গুশনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ লক্ষ্যে সোনাতলা, সারিয়াকান্দী, চন্দনবাইশা, সুখানপুকুর, দূর্গাহাটা , মহিষাবান, বাগবাড়ী, বেড়ের বাড়ী , বীরভিটা, কান্তনগর, ধুনট, রনের হাট , গোপালনগর , শেরপুর, ডেমাজানী এবং সুলতানগঞ্জে জনসভা আয়োজন করা হয়। নীলবীজ সিদ্ধ কর্মসূচীও অব্যাহত থাকে। ক্রোধে উন্মত্ত জনগন শেষে সারিয়াকান্দীর নীলকুঠি আক্রমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং নীলকুঠি আক্রমন করে। ফার্গুশনের হাতি ও ঘোড়াগুলোকে অক্ষম করতে কৌশলে সেগুলোকে আফিম খাওয়ানো হয়। এতে হাতি ও ঘোড়াগুলো পাগল হয়ে যায়। এ আক্রমনের দিন সোনাতলার মাকর উদ্দিন সরকার, জোড়গাছার বাহাদুর আকন্দ, নারচীর রনমামুদ তরফদার, গাদলু আকন্দ, অকু প্রামানিক, সাদরা প্রামানিক , সদর উদ্দিন মন্ডল, মলি-ক প্রামানিক, রাজা আকন্দ, কামাল মন্ডল, বেড়েরবাড়ী বীরভিটার হরি মুহম্মদ কবিরাজ,রঘু-মোহাম্মদ, উজির সরদার, নাজির সরদার, বাগবাড়ীর কলিমামুদ তালুদকার, কামালপুরের বসায়েত উল-াহ, শিহালীর আবির আকন্দ, দূর্গাহাটার অকুল প্রামানিক, হানিফ উদ্দিন মন্ডল, হরি প্রসন্ন রায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ এলাকা থেকে দলবল নিয়ে সারিয়াকান্দীর নীলকুঠি আক্রমন করে। ফার্গুশন আফিম ভক্ষনে পাগল হাতিতে আরোহন করে জন সাধারণকে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করলে বিভ্রান্ত হাতি এলোমেলো ছুটাছুটি করতে থাকে।

একপর্যায়ে জনতার একটি অংশ বাঙ্গালী নদী সাতরিয়ে ফার্গুশনের কাছাকাছি পৌছলে ফার্গুশন জনতাকে আক্রমন করার উদ্দেশ্যে হাতির উপর থেকে নদীতে নেমে পড়ে। অর্ধপাগল হাতিটি নদীর কাঁদায় আটকা পড়ে যায় এবং অত্যাচারী নীলকর ফার্গুশন বাঙ্গালী নদীর বুকে জলমগ্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ফার্গুশনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সোনাতলা-সারিয়াকান্দীসহ অত্র অঞ্চলে নীলচাষ বন্ধ হয়ে যায়।

(লেখক সোনাতলার ইতিহাস গ্রন্থের প্রণেতা, লোকগবেষক ও বগুড়াবার্তা ২৪ডটকম সম্পাদক)

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার,বগুড়া।

টিএনও এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ

গত ০১/১০/২০১৭খ্রিঃ সোনাতলা উপজেলার নবাগত নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শফিকুল আলমের সাথে আলোর প্রদীপ সংগঠনের চেয়ারম্যান এম এম মেহেরুল এর নেতৃত্বে চার সদস্যর একটি প্রতিনিধিদল সৌজন্য স্বাক্ষাত করে।এ সময় সংগঠনের উপ-চেয়ারম্যান মোঃ মোখছেদুল ইসলাম,প্রচার সম্পাদক এস এম সামিউল ইসলাম,সাবেক যুগ্ম-প্রচার সম্পাদক মোঃ বোরহান উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।সম্মানিত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসময় আলোর প্রদীপ সংগঠনের কর্মকান্ড সম্পর্কে খোজ খবর নেন এবং সংগঠনের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যাক্ত করেন।উক্ত সময়ে আলোর প্রদীপ সংগঠনের পাশাপাশি সোনাতলার অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ সুধীজন ও সৌজন্য স্বাক্ষতে মিলিত হয়।পরে সম্মিলিতভাবে সকলেই নাবাগত উপজেলা নিরবাহী কর্মকর্তাকে ফুল দিয়ে বরন করে।

বিজ্ঞপ্তী

আলোর প্রদীপ বৃত্তি প্রকল্প-২০১৭ এর আবেদন ফরম বিতরন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তী

এতদ্বারা অত্র সোনাতলা উপজেলার সকল প্রাথমিক/এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, "আলোর প্রদীপ বৃত্তি প্রকল্প-২০১৭" এর আওতাধীন বৃত্তি পরিক্ষার আবেদন ফরম নিম্নলিখিত সমসূচী ও স্থানে পাওয়া যাবে।

১।যেসব শিক্ষার্থী অংশ নিতে পারবেঃ-

২য় শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত।

২।আবেদন ফরম উত্তোলন ও জমাদানঃ

০৭ই অক্টোবর ২০১৭খ্রিঃ হতে ৩০শে নভেম্বর ২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত।

৩।আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থানঃ

নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আলোর প্রদীপ অস্থায়ী কার্যালয়।

৪।পরিক্ষার ফিঃ-

১১০ টাকা মাত্র।

আগ্রহী শিক্ষার্থীদের উল্লেখিত সময়ের মধ্যেই আবেদন ফরম উত্তোলন ও জমাদানের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আহ্বানেঃ

মোঃ আশরাফুল ইসলাম

আহ্বায়ক

বৃত্তি প্রকল্প পরিচালনা কমিটি।